কোয়ান্টাম ভাবনা ফিউশন

মহাজাতক

যারা জানে আর যারা জানে না,
তারা কি কখনো সমান হতে পারে?

কোয়ান্টাম
ভাবনা
ফিউশন

কোয়ান্টাম ভাবনা ফিউশন

মহাজাতক

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ২২২২২১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩
E-mail : info@quantummethod.org.bd

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

মুদ্রাকর

প্রজ্ঞাপ্রকাশ

ইসলাম ভবন (২য় তলা),
৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড, ঢাকা-১০০০

মূল্য

৫৫ টাকা

[এ বই থেকে প্রাপ্ত আয় সৃষ্টির সেবায় নিবেদিত]

ISBN 978-984-35-7204-2

কোয়ান্টাম ভাবনা ফিউশন

মহাজাতক

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
quantummethod.org.bd

মহাজাতকের লেখা অন্যান্য বই

- সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড
- শুদ্ধাচার
- আত্মনির্মাণ
- জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন
- আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র কোয়ান্টাম কণিকা
- 1001 Autosuggestions to change your life
- হাজারো প্রশ্নের জবাব ১ ॥ মেডিটেশন
- হাজারো প্রশ্নের জবাব ২ ॥ শিক্ষা-ক্যারিয়ার-সাফল্য
- হাজারো প্রশ্নের জবাব ৩ ॥ প্রেম-বিয়ে-পরিবার
- কাজ প্রেম দেশ

ভূমিকা

কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর অন্যতম পুরোধা ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ-এর মতে, 'পরমাণু বা মৌলিক কণাগুলো সত্যিকারের জিনিস নয়। যে জগতে তারা বাস করে সেখানে কোনো সত্যিকারের জিনিস থাকে না, থাকে শুধু সম্ভাবনা।'

একইভাবে মনের কোয়ান্টাম লেভেল হচ্ছে Field of pure potentiality বা বিশুদ্ধ সম্ভাবনার দিগন্ত। ছোট ছোট ভাবনায় এই দিগন্ত উন্মোচিত হোক।

ভাবনার ফিউশন ঘটে সবচেয়ে নীরব মুহূর্তে। গভীর নীরবতায় ডুবে যান। মন-বিপ্লব ঘটুক। আপনার নিজের রঙেই জীবন রঙিন হোক।

ভাবনার ফিউশনের পথ মেডিটেশন।
নিয়মিত দু-বেলা মেডিটেশন করুন।
আপন শক্তিতে চমকিত হবেন।
পাল্টে যাবে বাস্তবতা।

পারমাণবিক ফিউশনে কণার রূপান্তরের
মতো কোয়ান্টাম ফিউশনে
ভাবনা রূপ নেয় শক্তিতে।
শক্তি রূপ নেয় বিশ্বাসে। অর্জনে।
দিগন্তবিস্তৃত সম্ভাবনা
চোখের সামনে ধরা দেয়।

ভয় পাবেন না।
ভয় পেলে আপনি শেষ।
সাহস করুন!
আপনিই দেশ।

ভালো মানুষের
সবচেয়ে বড় গুণ—
হৃদয় ভরা মমতা
আর ঠান্ডা মাথা।

ক্ষমা করতে শিখুন।
আপনি শান্তি পাবেন।

মেডিটেশন ব্রেনের ব্যায়াম।
নিয়মিত মেডিটেশন
ব্রেনের কর্মকাঠামোকে
সুবিন্যস্ত ও শক্তিশালী করে।

একা হলে ব্যক্তি,
সঙ্ঘে এলে শক্তি।

জয়-পরাজয় সংখ্যার ওপরে নয়,
নির্ধারিত হয় সঙ্ঘবদ্ধতা এবং
ত্যাগ স্বীকারের আকুতির ওপর।

জীবনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—
আপনি কেন জন্মেছেন।
বেঁচে থাকার এই কারণ
জানতে হবে।
এর উত্তর পেলেই
জীবন হয়ে উঠবে ছন্দময়।

বিশ্বাসী হওয়ার জন্যে
দুটো জিনিস প্রয়োজন—
জ্ঞান এবং ধ্যান।

লক্ষ্য কত মহৎ—
এর ওপর নির্ভর করে
একজন মানুষ কতদূর যাবে।

ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা হলো
একজন মানুষের
সবচেয়ে বড় ক্ষমতা।

সংসারে থেকেও
লোভ-লালসা-ঈর্ষা থেকে
নিজেকে যে মুক্ত রাখতে পেরেছে,
সে-ই সন্ন্যাসী।

বিনয়হীন আত্মবিশ্বাস হলো অহংকার,
যা নক্ষত্রেরও পতন ঘটায়।

জীবন নষ্ট করার জন্যে নয়,
জীবন জয় করার জন্যে।

যে মানুষ বা জাতি
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না,
তার মতো হতভাগা মানুষ
বা জাতি আর নেই।

প্রাজ্ঞ মানুষ অন্যদের তুলনায়
বেশি ফিট হন।
কারণ তার মধ্যে অস্থিরতা
কম থাকে।

ভাবনা স্বচ্ছ হওয়ার পথে বাধা হলো মনের আবর্জনা।

জ্ঞানের সুর হচ্ছে প্রজ্ঞা।
জ্ঞানে যখন সুর সৃষ্টি হয়,
কথা তখন বাণী হয়ে যায়।

পৃথিবীতে সাফল্যের সূত্র একটাই—
নিজের কাজ সবচেয়ে
ভালোভাবে করা।

নীতিতে অটল থাকা
কিন্তু কাউকে আহত করা নয়,
ক্ষমা করা—
এটাই মহান মানুষদের বৈশিষ্ট্য।

নিজেকে ও জীবনকে
জানার আগ্রহে
যখন ভাটা পড়ে,
তখনই মানুষ বুড়িয়ে যায়।

সরল অংকের মতো
জীবনটাও খুব সহজ
যদি সূত্র জানা থাকে।

আমার কাজ আমাকেই
করতে হবে।
আমার পথ আমাকেই
চলতে হবে।

শত্রু সবসময় দুর্বল জায়গায়
আঘাত হানে।
তাই বুদ্ধিমান মানুষ
তার দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন।

মমতাহীন সম্পর্ক কখনো
শান্তি দেয় না।
মমতা না থাকলে
এটি একটি জৈবিক ব্যাপার,
যা বেশিদিন টেকে না।

মাইন্ডসেট করুন,
জীবন সেট হবে।
মনকে সাজানো—
এটাই কাজের শুরু।
বড় কাজ করতে হলে
মন গোছাতে হবে।

প্রজ্ঞার রহস্য লুকিয়ে আছে
মৌনতার গভীরে।

কাপুরুষ যত দীর্ঘজীবী হোক,
সে হারিয়ে যায়।
আর স্বপ্নের জন্যে যে প্রাণ দেয়,
বীর হিসেবে সে বেঁচে থাকে।

বিশ্বাস নিয়ে যদি একটি
ক্ষুদ্র শক্তিও দাঁড়ায়,
স্রোতের মুখেও
সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

সোনার মানুষ না হলে
সোনার দেশ কখনো হবে না।
এজন্যে প্রয়োজন হৃদয়ভরা টান।

বিরক্তিকে জয় করতে
পারাই ধ্যান।

কেন-র উত্তর জানলে
কাজে কখনো দ্বিধা আসবে না,
কখনো ক্লান্তি আসবে না।

কারো ভেতর যখন
জ্ঞান ও সমমর্মিতা থাকে,
তিনি স্থায়ী কাজ করতে পারেন।

কেউ যখন সত্যকে উপলব্ধি করে
এবং সেই সত্যকে নিয়ে
চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে,
তখন সে অমর হয়।
আর সত্য যদি সে
নিজের মধ্যে রেখে দেয়,
সত্য শক্তিহীন হয়ে যায়
এবং সে হারিয়ে যায়।

জয়-পরাজয় সবসময় নির্ধারিত হয়
মনোজগতের রণক্ষেত্রে।
তারাই বিজয়ী হয় যাদের লক্ষ্য সুদৃঢ়,
বিশ্বাস শাণিত ও প্রয়াস সঙ্ঘবদ্ধ।

যে মানুষ বা জাতি নিজের কাজ
সবচেয়ে ভালোভাবে করে,
কারো দিকে তার তাকানোর
প্রয়োজন হয় না।
সারা পৃথিবী তাকে সালাম জানায়।

গন্তব্যে তারাই পৌঁছায়,
যারা লক্ষ্যে অবিচল থাকে।

একজন মানুষের সম্ভাবনাকে
নষ্ট করে দেয় তার অন্তর্গত ভয়।
মন থেকে ভয় দূর করে মেডিটেশন।

বিশ্বাস করা মানে গাফেল না হয়ে
ধারাবাহিকভাবে চর্চা করে যাওয়া।

আহাম্মককে কখনো বন্ধু বা
শত্রু বানাবেন না।

লক্ষ্য যখন একজন মানুষের
বিশ্বাস ও অস্তিত্বের অংশ হয়ে যায়,
তাকে কেউ হারাতে পারে না।

চাওয়া তাৎক্ষণিক পূরণের প্রবণতাই
মানুষকে অস্থির ও ক্ষুব্ধ করে তোলে।

যে প্রতিষ্ঠানের অন্তর
মানুষের সাথে থাকে,
তা কখনো শুকিয়ে যায় না।

সেবা করার জন্যে অর্থবিত্তের চেয়ে
বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো
অন্যের প্রয়োজন বুঝতে পারা।

মানুষের সাথে সংযোগ কমিয়ে
আত্মিক পরিত্রাণ সম্ভব নয়।

মানুষের সবচেয়ে বড় বোকামি হলো
নিজের লক্ষ্য ভুলে যাওয়া।

সঙ্ঘের সাথে একাত্মতা
আলগা হয়ে গেলে
বিশ্বাসও টলে ওঠে।

মেডিটেশন হলো স্বাধীনতার পথ।
নিয়মিত মেডিটেশন আপনাকে
সাহসী, বিশ্বাসী ও সমমর্মী করে তুলবে।

সন্তানের পছন্দকে সম্মান করুন।
তবে নীতির প্রশ্নে দৃঢ় হোন।

যার ওপর আস্থা সৃষ্টি হয়,
মানুষ তার প্রতিই আকৃষ্ট হয়।

সঙ্ঘ ছাড়া বিশ্বাস হয় না।
বিশ্বাস ছাড়া সৎকর্ম হয় না।

দুঃখ-অভিমানের দেয়াল
ভাঙতে পারলে
আপনার সামনে
উন্মোচিত হবে নতুন দিগন্ত।

দুর্ব্যবহার ও গীবত
মানুষকে দেউলিয়া করে।

পণ্যের বিকাশ ও উপস্থাপনা
যত সুন্দর হচ্ছে,
মানুষের চাহিদা এবং দুঃখ
তত বাড়ছে।

অস্থির সময়ে স্থিরতার প্রয়োজন
সবচেয়ে বেশি।

হিমালয়ে পৌঁছতে হলে
স্রোতের বিপরীতে চলতে হয়।

স্থির হলে মানুষ আত্মমগ্ন হয়,
জীবনের সকল প্রশ্নের উত্তর
নিজের ভেতরেই খুঁজে পায়।
প্রযুক্তি-মাফিয়ারা তাই মানুষকে
অস্থির করে রাখতে চায়।

তাৎক্ষণিকভাবে যা পাওয়া যায়,
মুহূর্তেই তা আবার হারিয়েও যায়।
অপেক্ষা করতে জানতে হবে।

দুঃখের গোডাউন হয়ে কোনো লাভ নেই।
দুঃখ যত ঝেড়ে ফেলতে পারবেন,
আপনার সামর্থ্য তত বাড়বে।

কাজের গভীরতা নির্ভর করে
ধারাবাহিকতার ওপর।

কেউ রাজপ্রাসাদ
না পেয়ে দুঃখী হয়।
আবার কেউ রাজপ্রাসাদ
ত্যাগ করে সুখী হয়।

মানুষ সৎ মনের কারণে ঠকে না,
ঠকে বোকা মনের কারণে।

দুর্ব্যবহার সবসময়
দুর্ভোগ ডেকে আনে।
আর দুর্ব্যবহারের প্রধান কারণ
হীনম্মন্যতা ও রাগ।

শুধু আশাবাদ মানুষকে
বেশি দূরে নিয়ে যেতে পারে না।
আশাবাদকে যে বিশ্বাসে
রূপান্তরিত করতে পারে,
সে-ই সফল হয়,
নতুন বাস্তবতা নির্মাণ করে।

ভাবনার রাজ্যে যখন জোয়ার আসে,
তখন বিশ্বাসের রাজ্যেও
জোয়ার আসে।
ভাবনাকে কর্মে রূপান্তরিত করা গেলে
তা শক্তিতে পরিণত হয়।

জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্যে
প্রথম প্রয়োজন আত্মপরিচয়।
আর সেই পরিচয় শক্তিশালী হয়
জ্ঞানের আলোয়।

অভাব তখন সৃষ্টি হয়,
যখন কোনো স্বপ্ন থাকে না।
আর যখন স্বপ্ন থাকে,
তখন কোনো অভিযোগ থাকে না।

আত্ম উন্নয়ন হলো অনুশীলনের নাম।
শারীরিক ফিটনেসের মতো
আত্মিক ফিটনেসের জন্যেও
প্রতিদিন কাজ করুন।

সঙ্ঘ হলো নেতিবাচক ভাবনার বিরুদ্ধে
সবচেয়ে বড় ঢাল
এবং ইতিবাচকতার পথে
সবচেয়ে বড় শক্তি।

প্রবীণের কাছ থেকে নিতে হবে
জ্ঞান ও প্রজ্ঞা।
তরুণের কাছ থেকে নিতে হবে শক্তি,
বিশ্বাস ও ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস।

কোনোকিছু দ্রুত করতে গেলে
পিছলে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
তাই এগোতে হয় ধাপে ধাপে।

কালজয়ী হওয়ার একটিই উপায়—
কাল বা সময়কে ভালবাসা।

পৃথিবীতে কিছুই পারফেক্ট নয়।
তাই পারফেকশনের দিকে না তাকিয়ে
চারপাশে সবার প্রতি
সমমর্মিতা নিয়ে তাকান।

যে কাজই করবেন হৃদয়টাকে
পুরোপুরি ঢেলে দিন।
লক্ষ্যের বিপরীত কোনোকিছুকে
কখনো প্রশ্রয় দেবেন না।
তাহলেই তৈরি হবে সাফল্যের চুম্বক ক্ষেত্র।
পৃথিবীর কোনো শক্তি তখন
আপনাকে ঠেকাতে পারবে না।

আপনি উজ্জ্বল প্রদীপ হবেন
নাকি টিম টিম করে জ্বলতে থাকবেন
তা নির্ভর করে
আপনার ভাবনার শক্তির ওপর।
নেতিবাচক ভাবনা
উল্কাপিণ্ডের মতো ভস্ম করে।
আর ইতিবাচক ভাবনা
নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল করে তোলে।

ভাবনার সাথে যখন কর্ম যুক্ত হয়
তখন জীবন প্রজ্বলিত হয়।

সাহস মানুষকে বিজয়ী করে।
আর হঠকারিতা
মানুষকে ধ্বংস করে।

কাজ ওঠানোর চেয়ে কাজ গোছানো
বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
কাজ ওঠানোর ফলাফল সাময়িক,
কাজ গোছানোর ফলাফল
বহু যুগের বহু কালের।

নিজের জন্যে যেমন মহৎ লক্ষ্য
ঠিক করা প্রয়োজন,
তেমনি সন্তানকেও মহৎ লক্ষ্যে
উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব আপনার।

সন্তানকে শুধু প্রতিযোগিতা করতে
শেখাবেন না।
তাহলে সে কখনো
সহযোগিতা করতে শিখবে না
এবং সহযোগিতা পাবেও না।

কতগুলো সূত্র জানলেন,
তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো
কতটুকু নিয়মিত চর্চা করলেন।

একজন মানুষ বিশ্বাসী কিনা
তার মানদণ্ড হলো সে বিশ্বস্ত কিনা।

যে তার বিশ্বাসের জন্যে
সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়,
সে আসলে বিশ্বাসী নয়।

বিনয়ী হওয়া এবং মেরুদণ্ডহীন হওয়া—
দুটো এক নয়।
দৃঢ় না হলে বিনয়ী হওয়া যায় না।
আর মেরুদণ্ডহীন মানুষ কখনো
বিনয়ী হতে পারে না।

আগুন ধরাতে যেমন
পাথর ঘষে যেতে হয়,
আত্মশুদ্ধির জন্যে সেভাবে
নিজেকে ঘষতে হয়।

ভালো ভাবুন,
ভালো বলুন,
ভালো করুন,
ভালো থাকুন।

একটি জীবন গড়া
শহর গড়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
শহর শেষপর্যন্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়,
কিন্তু জীবন কালজয়ী হয়।

জবাবদিহিতা ছাড়া সমর্পণ হয় না।
দায়িত্ব ছাড়া ভালবাসা পূর্ণতা পায় না।

গতি বাড়ানোর নাম ড্রাইভিং নয়।
গতিকে নিয়ন্ত্রণ করাই ড্রাইভিং।
যে-কোনো পরিস্থিতিতে গতির ওপরে
যিনি নিয়ন্ত্রণ আনতে পারেন,
তিনিই দক্ষ ড্রাইভার।

বিরোধ ও বিতর্ক যিনি এড়াতে পারেন,
তিনিই সুখী।

রাগ এক নেতিবাচক সুনামি,
যা মানুষের সকল গুণকে
ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

একজন ব্যর্থ শিক্ষক মনে করেন—
শেখার দায়িত্ব ছাত্রের।
আর একজন ভালো শিক্ষকের
দৃষ্টিভঙ্গি হলো,
শেখানোর দায়িত্ব আমার।

প্রস্তুতি ছাড়া কিছু পেলে
মানুষ কখনো তা ধরে রাখতে পারে না।

জীবন সংগ্রাম কখনো
শক্তি বা অস্ত্র দিয়ে হয় না।
জীবন সংগ্রাম হয় বুদ্ধি দিয়ে,
সচেতনতা দিয়ে।

শব্দ যেমন নিজেকে প্রকাশ করার বাহন,
নৈঃশব্দ্যও তেমনি নিজেকে
প্রকাশ করার বাহন।
অনেক সময় কথার চেয়ে কথা না বলাটা
অনেক বেশি শক্তির প্রকাশ।

সাহসী মানুষ যতক্ষণ বেঁচে থাকে,
মানুষের মতো বাঁচে।
যখন মারা যায় তখনো
মানুষ হিসেবেই মারা যায়।
আর ভীরু বাঁচেও না, মরেও না।
সে শুধু ভয় পায়।

বিস্তৃত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ,
তবে সংহত ও গভীর হওয়া
তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সংশয় ঘুণপোকার মতো
ভেতর থেকে নিঃশেষ করে ফেলে।
সংশয়কে কখনো প্রশ্রয় দেবেন না।

অর্থ বা জিনিসের অপচয়ের চেয়েও
বেশি সতর্ক হোন
আপনার সময় ও মননের
অপচয়ের ব্যাপারে।

অসাধারণ হওয়ার জন্যে দরকার
অসাধারণ মন।
সাধারণ মন নিয়ে
অসাধারণ হওয়া যায় না।

ক্রমাগত চলার নাম জীবন।
যে থেমে গেল
সে জীবন থেকে হারিয়ে গেল।

আত্মতৃপ্ত মানুষ নিজের সম্ভাবনাকে
সীমিত করে ফেলে।
তার বিকাশের পথ বন্ধ হয়ে যায়।
ফলে সে বনসাইয়ে পরিণত হয়।

পৃথিবী তাদেরই স্মরণ করে
যারা অন্ধকারের বিপরীতে
আলোর সন্ধান দেয়।

ভাবনাকে ছেড়ে দিলে
ভাবনা আপনাকে ডিগবাজি খাওয়াবে।
পিছলে যাবেন।
সফল মানুষরা ভাবনাকে তাই
নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখেন।

বস্তুর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো মানুষ
এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্ক।

কেউ যখন পণ্যখোর হয়,
বস্তুকেন্দ্রিক হয়,
নিঃসঙ্গতাই তার একমাত্র পরিণতি।

আশঙ্কা একধরনের নেতিবাচক প্রত্যাশা
যা আগাছার মতো দ্রুত বাড়ে।
এর প্রতিষেধক ইতিবাচকতার চর্চা।

ভালো কাজ নিঃস্বার্থভাবে না করলে
সেটা সৎকর্ম হয় না।

বিরক্তি বরকত নষ্ট করে।
জীবনে যেন বিরক্তি না আসে।
জয়েও না, আপাত পরাজয়েও না।

যে বিপন্নের পাশে দাঁড়ায়,
সে-ই মানুষ।

নিজের ভুলের ব্যাপারে কঠোর হোন
কিন্তু অন্যের ভুলের ব্যাপারে
সমমর্মী হোন।

জীবননদীতে ঝড় উঠলে হাবুডুব না খেয়ে
নিরাপদে পাড়ি দেয়ার জন্যেই প্রয়োজন
সৎসঙ্ঘ—জীবনের নৌকা।

যারা বড় মানুষ
তারা বড় বড় কাজ করেন নি।
ছোট ছোট কাজ
সবচেয়ে ভালোভাবে করেছেন।

বৃত্ত কোথাও নিয়ে যায় না।
বৃত্ত ভেঙে তৈরি করুন
নতুন পথ।

প্রজ্ঞা এমন এক অন্তর্গত দূর্গ
যা শত্রু কখনো দখল করতে পারে না।

আশাবাদী মানুষ হতাশ হতে পারে,
কিন্তু বিশ্বাসী মানুষ কখনো হতাশ হন না।

ভাবুন,
বিশ্বাস করুন,
অর্জন করুন।
সারা পৃথিবী আপনার।

স্বপ্নকে বড় করুন।
স্বপ্নকে মহৎ করুন।
আপনি মারা যাবেন।
স্বপ্ন বেঁচে থাকবে।

উৎসর্গ

যারা বিশ্বাস করতে পারবেন

I can think

I can fast

I can wait

I can love

I can serve

সেই অজেয় তরুণদের সালাম

ভালো মানুষ
ভালো দেশ
স্বর্গভূমি
বাংলাদেশ

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

quantummethod.org.bd

ISBN : 978-984-35-7204-2